দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 04 MAY 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 7 ...

21

শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে মুক্ত আলোচনা

পরীক্ষায় দুর্নীতির জন্য এক তরফা ছাত্রদের দায়ী করা ঠিক নয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র ও সরকারী কর্মকর্তাদের এক 'মুক্ত আলোচনা'য় মন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বিদ্যমান পরীক্ষা পদ্ধতি রাতারাতি বদলে ফেলা সঠিক হবেনা।

সাম্প্রতিককালে পরীক্ষা পদ্ধতি বদলে 'অবজেকটিভ টাইপ' করায় পক্ষে একটা অভিমত গড়ে উঠছে। এ-প্রসঙ্গে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও বর্তমানে পাটমন্ত্রী শেখ শহীদ বলেন যে, বর্তমান অবস্থায় পুরোপুরি অবজেকটিভ টাইপে চলে যাওয়া হবে বিপজ্জনক। তার মতে পরীক্ষার্থীর মেধা ও জ্ঞানের যাচাই পদ্ধতি দুর্নীতিমুক্ত হওয়া উচিত—এই দৃষ্টি-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

পরীক্ষায় দুর্নীতির জন্য

(প্রথম পৃঃ পর)

ভঙ্গিকে প্রধান করে সমস্যা সমাধানে এগোনো উচিত।

শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল শিল্পকলা একাডেমীতে এই মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক শিক্ষা সচিব এম মুজিবুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় মন্ত্রী শেখ শহীদ প্রধান অতিথি ছিলেন। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষা সচিব আনম ইউসুফ, ঢাকা বিভাগের কমিশনার ওয়ালিউল ইসলাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জামিল চৌধুরী, এ্যাডভোকেট ফজলুল কাদের, অধ্যক্ষ মোঃ রেজাউল হক, আবদুল হক, এবিএম জোনাব আলী, নুরুল ইসলাম, মোঃ সেরাজুল হক, একেএম শহীদুল্লাহ, মিসেস হামিদা আলী, এম এ রকিব, আনোয়ার খান মজলিশ, সৈয়দ আহমদ, বজলুর রহমান, মোঃ তোফাজ্জল হোসেন এবং দুজন ছাত্র কামরুজ্জামান ও নাজমুল হক। বিশিষ্ট টিভি ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সাড়ে তিনঘন্টা স্থায়ী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব মনসুর আলী সরকারও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শেখ শহীদ বলেন যে, পরীক্ষায় অসদুপায়ের জন্য ছাত্রদের এককভাবে দায়ী করা ঠিক নয়। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি অর্থাৎ রচনা বক্তব্যনির্ভর পদ্ধতি যে খুব খারাপ তা নয়। কিন্তু নানাভাবে এ-পদ্ধতি দুর্নীতি কবলিত হয়ে পড়েছে। তাই দুর্নীতির উৎস ও সূত্রগুলো বন্ধ না করে পরীক্ষা পদ্ধতি বদলে অবজেকটিভ টাইপ চালু করলে ফলাফল ভয়াবহ হতে পারে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন।

মুক্ত আলোচনায় শিক্ষিতদের 'শিক্ষা কর' প্রদান বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব ওঠে।

ঢালাওভাবে স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ না করে শিক্ষকদের সমস্যা দূর করায় ওপর গুরুত্বারোপ করেন অনেক বক্তা। এ-প্রসঙ্গে শিক্ষা সচিব আনম ইউসুফ বলেন যে, দূরাঞ্চলে জাতীয়করণকৃত কলেজে ভাল শিক্ষক পাঠানো দুঃসাধ্য।

অধ্যক্ষ এবিএম জোনাব আলী [illegible] করেন যে, [illegible] বিকেন্দ্রীকরণের নামে [illegible] বিভাগীয় অফিস দফতরের সংখ্যা বেড়েছে—কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টির আরো বেশী কেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। শিক্ষকের মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক বাছাইয়ের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরামর্শ তিনি দেন।

সভাপতির ভাষণে এস এম মজিবুল হক বলেন যে, সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধন দরকার।